কালের কণ্ঠ

তারিখ 30 AUG 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

প্রাথমিকের শতভাগ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতায় আসছে

শরীফুল আলম সুমন ▷

- নভেম্বর থেকে এক কোটি ৩০ লাখ শিশু পাবে উপবৃত্তি
- ঝরে পড়া রোধ করতেই এমন সিদ্ধান্ত

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে এই উপবৃত্তির আওতা বাড়ছে। শিগগিরই শতভাগ শিশু উপবৃত্তির আওতাভুক্ত হচ্ছে। স্কুলে ৮৫ শতাংশ উপস্থিতি, সব পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পাওয়াসহ কয়েকটি শর্ত রক্ষা করতে পারলেই শিশু শিক্ষার্থীরা এর আওতায় আসবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের প্রস্তাবনা ইতিমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে। আগামী নভেম্বর থেকেই সব শিশুকে উপবৃত্তি দিতে চায় মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আগামী অক্টোবরে শেষ হচ্ছে 'প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি-দ্বিতীয় পর্যায়', যার আওতায় ৭৮ লাখ শিশুকে এখনো উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এসব শিশু প্রতি মাসে ১০০ টাকা হারে এই বৃত্তি পাচ্ছে। তবে একই পরিবারের একাধিক শিশু থাকলে তারা ১২৫ টাকা হারে বৃত্তি পাচ্ছে। প্রতি তিন মাস পর এই উপবৃত্তির টাকা দেওয়া হয়। টাকার অঙ্ক একই রেখে সব শিশুকে উপবৃত্তির আওতায় আনার একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা 'প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি-তৃতীয় পর্যায়' তৈরি করা হয়েছে। তবে আগের মতোই সিটি করপোরেশন ও পৌর এলাকার স্কুলগুলো উপবৃত্তির বাইরে রাখা

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ৪

প্রাথমিকের শতভাগ শিক্ষার্থী

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। বর্তমানে ৭৮ লাখ শিশুকে উপবৃত্তি দেওয়া হলেও নতুন প্রকল্পে দেওয়া হবে এক কোটি ৩০ লাখ শিশুকে। দুই বছর মেয়াদি এই প্রকল্পে সরকারের ব্যয় হবে তিন হাজার ১০০ কোটি টাকা।

এসব বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শতভাগ শিশুকে উপবৃত্তির আওতায় আনার বিষয়টি প্রস্তাবাধীন। আমরা এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব প্ল্যানিং কমিশনে পাঠিয়েছি। এরপর তা একনেকে পাস হতে হবে। আমাদের বর্তমান প্রকল্পটি অক্টোবরে শেষ হচ্ছে। আমরা চাই আগামী নভেম্বর থেকেই শতভাগ শিশু- উপবৃত্তির আওতায় আসুক।'

জানা যায়, অক্টোবরেই যেহেতু উপবৃত্তির বর্তমান প্রকল্পটি শেষ হচ্ছে। তাই মন্ত্রণালয় নতুন প্রকল্প নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত জানতে চায়। এতে বিভিন্ন ধরনের মত পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেই পঞ্চম ও চতুর্থ শ্রেণিতে ৩০০ টাকা, এবং অন্যান্য ক্লাসে ২০০ ও ১০০ টাকা করে উপবৃত্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে সবাই দরিদ্র শিশুদেরই উপবৃত্তি দেওয়ার কথা বলে। আবার অনেকে শতভাগ শিশুকেই উপবৃত্তি দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। মন্ত্রণালয় টাকার অঙ্ক ঠিক রেখে শেষের প্রস্তাবটিই গ্রহণ করে।

শতভাগ শিশুর উপবৃত্তি দেওয়ার পেছনে কয়েকটি যুক্তি তুলে ধরেছে মন্ত্রণালয়। সরকারি স্কুলে কাগজে-কলমে ৭০ শতাংশ শিশু উপবৃত্তি পেলেও বাস্তবে পাচ্ছে অনেক বেশি। কারণ বিদ্যালয়গুলোতে নানা রকম চাপ থাকায় প্রধান শিক্ষকের পক্ষে বেশির ভাগ শিশুকেই বাদ দেওয়া সম্ভব হয় না। এমনকি গ্রামের সচ্ছল পরিবারও এই উপবৃত্তি চায়। এতে শিক্ষকরা ভর্তির হার বেশি দেখিয়ে প্রায় সব শিশুকেই উপবৃত্তি দেন। দেখা যায়, কোনো স্কুলে প্রকৃতপক্ষে ১৪০ জন শিক্ষার্থী থাকলে কাগজে-কলমে দেখানো হয় ১৭০ থেকে ১৮০ জন, যাতে প্রায় সব শিশুই উপবৃত্তি পায়। আর এভাবে দিনের পর দিন বেশি শিক্ষার্থী দেখানোয় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর আর এত শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি দেখা যায়।

মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, গত কয়েক বছরে অনেক চেষ্টা শেষেও ঝরে পড়ার হার ২১ শতাংশের নিচে আনা যায়নি। কিন্তু বাস্তবে এত ঝরে পড়া শিশু পাওয়া যাবে না। তাই শতভাগ শিশুকে উপবৃত্তির আওতায় আনলে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যাও কমে যাবে। ঝরে পড়ার ফাঁকি খুঁজতেও সুবিধা হবে। এ ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা হিসাবেই বিনা মূল্যের বই পাঠানো হয়। এতে অনেক বইয়েরও অপচয় হয়। একইভাবে স্কুল ফিডিংয়েও অতিরিক্ত বিস্কুট দেওয়া হয়।

এসব বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান (পরিকল্পনা) ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নতুন প্রকল্পে উপবৃত্তির আওতায় ৫২ লাখ শিশু বাড়ছে। তবে কিছু ন্যূনতম শর্ত রাখা হয়েছে। এগুলো পূরণ করলেই উপবৃত্তি পাওয়া যাবে। আগের মতো সিটি করপোরেশন ও পৌর এলাকা উপবৃত্তির বাইরে রাখা হয়েছে। নতুন প্রকল্পে আগের চেয়ে বছরে ৬০০ কোটি টাকা বেশি লাগবে।'